নিউ থিয়েটার্সের
নিবেদন
মীনাক্ষী

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

মীনাক্ষী

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্

কলিকাতা

সংগঠনকারী

পরিচালনায় ...	... মধু বোস
কাহিনী-রচনায় ...	... মন্মথ রায়
সংগীত-পরিচালনায়	... পঙ্কজ মল্লিক
আলোক-চিত্রনে	... বিমল রায়
শব্দানুলেখনে ...	... বাণী দত্ত
শিল্প-নির্দেশনায়	... সৌরেন সেন
ব্যবস্থাপনায় ...	... অমর মল্লিক
ইউনিট-তত্ত্বাবধানে	... জলু বড়াল
চিত্র-পরিস্ফুটনে	... সুবোধ গাঙ্গুলী
দৃশ্য-সজ্জায় ...	... পুলিন ঘোষ
সম্পাদনায় ...	... হরিদাস মহলানবীশ
সংগীত-রচনায় ...	... হেমন্ত গুপ্ত

সহকারী

পরিচালনায় ...	... হেমন্ত গুপ্ত
আলোক-চিত্রনে	... মনু ব্যানার্জী
	রবি ধর
	নির্মল গুপ্ত
শব্দানুলেখনে ...	... রণজিৎ দত্ত
সংগীত-পরিচালনায়	... বীরেন বল
ব্যবস্থাপনায় ...	... দেবী ব্যানার্জী
	অনাথ মৈত্র
	বীরেন দাস
সংযোজনায় ...	... অবনী মিত্র
	বেচু সিংহ
	বিমল ঘোষ

ভূমিকা-লিপি

মীনাক্ষী	... সাধনা বোস
ডাঃ শুভঙ্কর	... অহীন্দ্র চৌধুরী
রাধাগোবিন্দ	... নরেশ মিত্র
অমিতাভ	... জ্যোতিপ্রকাশ
যুধিষ্ঠির	... কৃষ্ণচন্দ্র দে
দুর্গা	... দেববালা
ভুলো	... প্রীতি মজুমদার
উল্কা	... পান্না
হলধর নায়েব	... ইন্দু মুখার্জী
অরুণা	... সন্ধ্যারাণী
ইন্‌স্পেক্টার	... সন্তোষ সিংহ
মদনিকা	... রেণুকা রায়
পত্রিকা-ম্যানেজার	... সত্য মুখার্জী
পণ্ডিত	... হরিমোহন
অন্নপূর্ণা	... রাজলক্ষ্মী (বড়)
হারাধন	... বোকেন চট্টোঃ

ম্যানেজার ঃ লেক-ম্যানশান্ ... বেচু সিংহ

কেষ্টধন ... ... কৃষ্ণধন মুখার্জী

তুলসী চক্রবর্তী, আশু বোস, কুমার মিত্র, সিধু গাঙ্গুলী, মীরা দত্ত, অপর্ণা দাস, উমা মুখার্জী, আশু ভট্টাচার্য, মঙ্গল চক্রবর্তী, বিজয়-কার্ত্তিক, মাষ্টার মিনু চৌধুরী

কাহিনী

রাত্রি গভীর। জনহীন পথ দিয়ে উন্মাদ দৈত্যের মতো ছুটে চ'লেছে একখানা মোটর।……মোটরখানা এসে থাম্‌ল লেকের কাছাকাছি একখানা বাড়ি……'লেক্ ম্যান্‌শানে'র সামনে।

……গাড়ি থেকে নেমে অস্থির চরণে ওপরে উঠ্‌ল অমিতাভ রায়। দোতলায় তা'র ১৩নং ফ্ল্যাটে প্রবেশ ক'রে হঠাৎ যে দৃশ্য সে দেখ্‌লে, তা'তে কয়েক পেগ্ হুইস্কির আমেজটুকু কেটে যাবার উপক্রম হ'ল। প্রথমটা সে ভাব্‌লে, এইমাত্র দেখে আসা ছবি "Can Chorus Girls Make Good Wives"এর রাজ্যেই সে রয়েছে। ছুটে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে এক্সচেঞ্জকে চেয়ে বস্‌ল নিজেরই নম্বর। হুইস্কির অনুগ্রহে ফ্ল্যাট ভুল ক'রে অন্যের ফ্ল্যাটে প্রবেশও তো অসম্ভব নয়! কিন্তু, ভুল যে সে ক'রেনি, তার প্রমাণ পে'ল এক্সচেঞ্জ গার্লের সরস ব্যঙ্গোক্তিতে।……

……অমিতাভের সজীব 'বিস্ময়'টি ততক্ষণে জেগে উঠেছে। 'বিস্ময়' একটি

সুন্দরী তরুণী। বিস্মিত অমিতাভকে আরও এক দফা বিস্মিত করলে মেয়েটি, বেশ আদেশের সুরে তা'কে ফ্ল্যাট্ থেকে বেরিয়ে যেতে ব'লে।……

ফলে, সমস্ত ব্যাপারটা অমিতাভের কাছে বেশ জটিল হ'য়ে উঠল। ……

শেষ পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তায় জানা গেল, মেয়েটির নাম মীনাক্ষী। বাড়ি তাদের নৈহাটি। সেই রাতেই তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, সে পালিয়ে এসেছে। তা'র কাকা রাধাগোবিন্দ দাস এক ষাট বছরের বুড়ো—নামজাদা চোখের ডাক্তার—শুভঙ্কর মিত্রের কাছ থেকে পাঁচটি হাজার টাকা পকেটস্থ ক'রে ভাইঝিটিকে বিয়ের নামে বলি দেবার সুব্যবস্থা ক'রেছিলেন! আরও একটু ইতিহাস আছে। মীনাক্ষীর ছিল চোখের অসুখ। কাকা রাধাগোবিন্দ ভাইঝির চোখ দেখাবার জন্যে ডাঃ শুভঙ্করকে ডাকেন। ষাট বছরের 'তরুণ যুবক' চোখ দেখতে এসেই মন হারিয়ে বসেন। সঙ্গে সঙ্গে রাধাগোবিন্দ'র কাছে বিবাহের প্রস্তাব। অর্থপিশাচ রাধাগোবিন্দও রাজী। ফলে বিয়ের সব ঠিকঠাক। কিন্তু, অদৃশ্য থেকে প্রজাপতি এই নির্ব্বন্ধে বাদ সাধলেন। লরেটো থেকে 'আই-এ' পাশ মীনাক্ষীর মন এই বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল।

রাধাগোবিন্দ'র স্ত্রী, মীনাক্ষীর স্নেহ-পরায়ণা কাকী অন্নপূর্ণারও এ বিবাহে ঘোরতর আপত্তি ছিল। বিবাহের রাত্রে মীনাক্ষীর পালাবার পথ সুপরিসর ক'রে দিলেন তিনিই। কলিকাতায় লেকের কাছাকাছি 'লেক-ম্যানশানে'র ১৩নং ফ্ল্যাটে মীনাক্ষীর এক দূর-সম্পর্কীয় মেসো বিপদবারণ থাকেন, এ কথা তিনিই মীনাক্ষীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন

—বর বৃদ্ধ শুভঙ্করকে নিয়ে যখন সবাই ব্যস্ত, সেই সুযোগে, তিনি সকলের অজ্ঞাতে একটা সুটকেশে কিছু কাপড়-চোপড় ও টাকাকড়ি দিয়ে, মীনাক্ষীকে সরিয়ে দিলেন।·····

·····মীনাক্ষী এ'ল লেক-ম্যানশানে মেসো বিপদবারণের ১৩নং ফ্ল্যাটে। কিন্তু, মেসো বিপদবারণ যে, ক'মাসের বাড়ি ভাড়া না দিয়ে ফ্ল্যাট্ ছেড়ে কিছুদিন আগে অন্তর্দ্ধান হ'য়েছে, এ বিপদজনক খবরটা মীনাক্ষীর জানা ছিল না। সে অমিতাভের চাকর কুড়ের বাদশা ও বোকার শিরোমণি ভুলোকে মেসোর চাকর ভেবেই জিজ্ঞেস করলে, "বাবু কোথায় ?" অমিতাভ ফ্ল্যাটে ছিল না, ভুলো বল্‌লে, "বাবু বেরিয়েছেন।" মীনাক্ষী অপেক্ষা করবে বললে। ভুলোও আপত্তি করলে না। কারণ, এরকম ঘটনা তা'র কাছে নতুন নয়—গভীর রাত্রে তা'র মনিবের কাছে কত বান্ধবীকেই সে আস্‌তে দেখে। তা'র মনিব অমিতাভ যে কত বড়ো ভীষ্মদেব, একথা তার অজ্ঞাত নয়! অতএব সে-ও আপত্তি না ক'রে নিজের আস্তানায় গিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় মন দিলে।·····

অমিতাভের ফ্ল্যাটে মীনাক্ষীর আবির্ভাবের এই হ'ল ইতিহাস।

মীনাক্ষী যেমন অমিতাভকে তা'র মেসো বিপদবারণের ফ্ল্যাটে অনধিকার-প্রবেশকারী ব'লে ভুল করল, অমিতাভও তেমনি মীনাক্ষীকে ভুল করল Blackmailer ভেবে। কারণ, মাত্র কয়েক দিন আগেই কোনও একটি তরুণী কুমারী অনেকটা এইভাবেই তা'র ফ্ল্যাটে আসে এবং তার কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটির অভিভাবক হাজির হ'য়ে তাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে নগদ দু'টি হাজার টাকা খেসারৎ আদায় ক'রে স'রে পড়ে। সব কথাবার্ত্তার পর, দুজনেরই ভুল ভেঙ্গে গেল। মীনাক্ষী যে মিথ্যে কথা বলছে না, এ প্রমাণ সে পে'ল একখানি শুভ-বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র থেকে। পত্রখানি এসেছিল বিপদবারণের নামে, তারই ফ্ল্যাটে।·····

তারা দু'জনে খেতে ব'সেছে এমন সময় ধূমকেতুর মতো হাজির হ'ল রাধাগোবিন্দ—স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে ধমকে ভয় দেখিয়েই সম্ভবতঃ খোঁজটুকু সে বে'র ক'রে নিয়েছিল।

তা'র গলা শুনে মীনাক্ষী ভয়ে লুকিয়ে পড়ল। বিপদবারণের খোঁজে ফ্ল্যাটে প্রবেশ ক'রে, সেখানে অমিতাভকে দেখে রাধাগোবিন্দ বিস্মিত হ'য়ে গেল। অমিতাভের ধমক খেয়ে চ'লে যাবার সময় তা'র নজর প'ড়ল একধারে পড়ে থাকা M. D. অর্থাৎ মীনাক্ষী দাস নাম লেখা সুটকেশটার ওপর। সে বুঝ্‌ল, মীনাক্ষী এখানেই আছে—কিন্তু, অমিতাভের ভয়ে তাকে স'রে পড়তে হ'ল।

·····মীনাক্ষী চ'লে যেতে চাইলে। কিন্তু অমিতাভও তো এত রাত্রে একটি ভদ্র-মেয়েকে একা নিঃসঙ্গ নিঃসহায় আশ্রয়হীন অবস্থায় যেতে দিতে পারে না। অথচ, সে থাকেই বা কোথায় ? তার মত এক চিরকুমারের ফ্ল্যাটে মীনাক্ষীর সঙ্গে রাত্রিযাপন সম্ভব নয়। এই সমস্যার মীমাংসা করলে তারা বাড়ির কাছে মুক্ত আকাশের নীচে লেকের ধারে একটা বেঞ্চে রাত্রি-যাপন করে। এই বেঞ্চটা নাকি অমিতাভের রাতের বাসা। গভীর রাতে অমিতাভ মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বস্‌ত। অমিতাভের রাতের বাসা দেখে মীনাক্ষী হেসে বল্‌লে, "ভাল বাসা তো!" ·····'ভালবাসা' কথাটা অমিতের ভালই লাগ্‌ল। সেই মুহূর্ত্তে বেঞ্চটার নাম রাখলে সে "ভালবাসা"। ····· 'ভালবাসা'র প্রতিষ্ঠা হ'ল—হয়তো বা মনেও !

পরদিন বিপদবারণের খোঁজ চল্‌ল। কিন্তু, বৃথা। মীনাক্ষী চ'লে যাবে, এই কথাটা অমিতাভ মন থেকে গ্রহণ করতে পারছিল না। তা'র উচ্ছৃঙ্খল, লক্ষ্যহীন জীবনটার রূপ যেন হঠাৎ বদ্‌লে গেল। ·····সেই দিনই আবার রাধাগোবিন্দ'র আবির্ভাব। মীনাক্ষী তখন অন্য ঘরে যাবার আয়োজনে ব্যস্ত। রাধাগোবিন্দ প্রস্তাব করলে, তা'র ভাইঝি মীনাক্ষীকে যদি অমিতাভ বিয়ে ক'রে, আর প্রণামী বাবদ কিছু টাকা তাকে দেয়, তাহ'লে, মীনাক্ষীকে সে রেখে যেতে পারে, নচেৎ সে পুলিশে খবর দেবে। অমিতাভ রেগে আগুন হ'য়ে উঠল। "পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়" —পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো অনুশীলন ক'রে তার ধারণা হ'ল, সমস্ত ব্যাপারটা কাকা-ভাইঝির সাজানো এবং তার কাছ থেকে টাকা আদায়ের ষড়যন্ত্র। মীনাক্ষীকে প্রচুর

অপমান ক'রে ফ্ল্যাট্ ছেড়ে চ'লে যেতে ব'লে, সে একখানা চেক সই ক'রে এনে রাধাগোবিন্দ'র হাতে দিতে গেল। মীনাক্ষী নিজে চেকখানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌লে। রাধাগোবিন্দ'র প্রাণটা করকর ক'রে উঠলো। অমিতাভ নিজেও বিস্মিত। এমন সময়ে এসে পড়ল পুলিশ। ইন্‌স্পেক্টার মীনাক্ষীকে জেরা ক'রে বুঝলেন, অমিতাভ নিরপরাধ এবং মীনাক্ষীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তাকে মোটেই আটক ক'রে রাখেনি। বরং মীনাক্ষী কাকা রাধাগোবিন্দ'র মতলব ফাঁস ক'রে দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল। অমিতাভ নিজের ভুল বুঝে মীনাক্ষীকে ফিরিয়ে আন্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু, ইন্‌সপেক্টারের জেরায় তা'র যাওয়া হ'ল না।

কিছুক্ষণ পরে অমিতাভ বেরিয়ে সমস্ত লেক খুঁজেও মীনাক্ষীর সন্ধান পেলে না। মীনাক্ষী কিন্তু কাছাকাছিই লুকিয়ে ছিল। পাছে স্যুট্‌কেশ হাতে থাকলে সনাক্ত হ'য়ে পড়ে, তাই স্যুট্‌কেশটা লেকের জলে ফেলে দিলে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে, মীনাক্ষী একটা চাকরী পেয়েছিল—কার্ত্তিকপুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পড়ানো। চাকরী করতে এসে মীনাক্ষী মাতৃ-স্নেহের স্পর্শ পে'ল প্রৌঢ়া বিধবা জমিদার-গৃহিণী 'মা দুর্গা'র কাছে। তখনও সে জানে না, নিয়তি তা'র ভাগ্য নিয়ে কি খেলা সুরু ক'রেছে। হঠাৎ যেদিন অমিতাভ তা'র সামনে এসে দাঁড়াল, সেদিন মীনাক্ষী বুঝল, কার্তিকপুর অমিতাভেরই গ্রাম—সে-ই এ গ্রামের ভাবী জমিদার—আর দুর্গা দেবীই অমিতাভের মা। দরখাস্তে মীনাক্ষী নিজের নাম মীনাক্ষী না দিয়ে, লিখেছিল 'অমিতা'। ছেলের নামের তিনটি অক্ষর দিয়ে যা'র নাম, মা দুর্গা দেবী তা'কে চাকরী না দিয়ে পারেন নি।

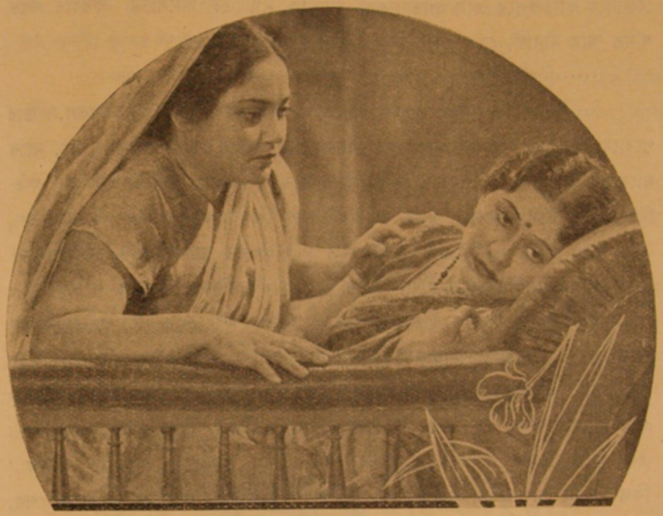

ওদিকে মীনাক্ষী চ'লে যাওয়ার পরে ছেলে অমিতও মা'কে লিখেছিল, 'মানাক্ষী'কে যদি আবার ফিরে পায়, তবেই সে বিয়ে করবে। মা এতক্ষণে বুঝলেন, অমিতাই মীনাক্ষী।

এর পরের ঘটনাটুকু না বল্‌লেও বেশ বোঝা যায়। মা গয়না নিয়ে বসলেন —অমিতাভের কুড়িয়ে-পাওয়া বোন অরুণা বরণডালা সাজাতে গেল। 'ভালবাসা'

বেঞ্চটাকে কার্তিকপুরে এনে প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না, এই আলোচনা করবার জন্যে অমিত আর মীনাক্ষী বেশ একটা নির্জ্জন স্থান খুঁজে নিলে।

……নিয়তি হাস্‌ল।

……এতো আনন্দের মধ্যেও মীনাক্ষীর মন কেঁদে উঠল। সে বুঝল, তার পুরোনো চোখের অসুখটা সময় বুঝে বাদ সাধছে—মাঝে মাঝে দেখতে পায়, মাঝে মাঝে সব ঝাপ্‌সা। সে বুঝল, দৃষ্টি সে হারাতে ব'সেছে। অন্তরের দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে উঠল। অন্তর তা'র দয়িতকে কাছে পাবার জন্যে ব্যাকুল। এতো সুখ, এতো শান্তি, স্বামীর প্রেম, দুর্গা দেবীর মত মা, অরুণার মত ননদিনীর ভালবাসা—এতো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা—জীবনের এতো বড় সার্থকতাটাকে সে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে না; অথচ সে অন্ধ হ'তে চ'লেছে। অন্ধ! অন্ধ সে! এ কথা জেনেও কেমন ক'রে সে এতো আপনার জনকে প্রতারণা করে। কেমন ক'রে সে ব্যর্থ ক'রে দেবে তা'র দয়িতের জীবন। বিবাহের পরে যেদিন সকলে জানবে সে অন্ধ, সেদিন? প্রতি মুহূর্তে অন্তরের এই দ্বন্দ্বে সে ভেঙ্গে পড়ল। কিছুই স্থির করতে পারল না। এক দিকে এতো পাওয়ার প্রলোভন, অন্য দিকে অমিতকে হারাবার আশঙ্কা! কিন্তু যেদিন দেখতে না পেয়ে মঙ্গল-ঘট ধরতে গিয়ে তার হাত থেকে পড়ে গেল, সেদিন সে মনস্থির ক'রে ফেল্‌লে। সেদিন সে পেল অমঙ্গলের নিদর্শন। সে বুঝল,

এতো পাওয়া তার ভাগ্যে নেই। অতএব নিজের সুখের জন্যে কেন সে ব্যর্থ ক'রে দেবে একটা সুখের সংসার—তা'র দয়িতের জীবন?

……সারা বাড়ি তখন অদূর-উৎসবের আয়োজনে মেতে উঠেছে। অমিত নিজে সেদিন কোলকাতা গেছে, বিবাহের সমস্ত সামগ্রী কিনে আন্‌তে। মীনাক্ষী দেখল, আর সময় নেই। তা'র চোখেও ক্রমশঃ নেমে আস্‌ছে অন্ধত্বের কালো যবনিকা।

……সেই দিনই কাউকে কিছু না ব'লে সে লুকিয়ে কার্তিকপুর ছেড়ে চ'লে এল কোলকাতায়। কিন্তু কোথায় যাবে সে? তা'র মনকে টানতে লাগল লেকের সেই 'ভালবাসা' বেঞ্চটা, যেখানে তাদের প্রথম প্রেম ফুল হ'য়ে ফুটে উঠেছিল।……

……মানসিক আঘাতের কথাই নেই। একদিন কার্তিকপুরে হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে সে মাথায় আঘাত পেয়েছিল। হয়তো বা এই আঘাতটাই বড়ো হয়ে উঠল। হয়তো এই আঘাতের ফলেই লেকে পৌছে হঠাৎ সে দেখলে সব অন্ধকার। কোথাও নেই, এতটুকু আলো—সব আলো বুঝি কালোয় মিশে গেছে। আর্ত্তনাদ ক'রে সে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়লো 'ভালবাসা' বেঞ্চটার কাছে।……

……গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায়ই একটি লোক বেঞ্চিতে ব'সে লেকের থম্‌থমে জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত। কী সে দেখত, সে-ই জানে। লোকটি শুভঙ্কর মিত্র—সেদিনের সেই বুড়ো বর। মীনাক্ষী যেদিন লেকে তা'র স্যুটকেশ ফেলে পালায়, তার পরদিন সকালে পুলিশ লেকে জাল ফেলে লাশের সন্ধান করে, কিন্তু না পেয়ে, পুলিশ ব'লে, মীনাক্ষী লেকে ডুবে আত্মহত্যা করে নি, নিরুদ্দেশ হয়েছে। ডাঃ শুভঙ্করের মন সম্ভবতঃ একথা বিশ্বাস করতে পারে নি। নিজের কাছে সে যেন অপরাধী হয়ে ছিল। সে ভাব্‌ত, মীনাক্ষীর কল্পিত মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ী—সে যদি সেদিন তা'কে বিয়ে করতে না চাইতো, তাহলে মীনাক্ষী পালাত না, হয়তো বা আত্মহত্যাও করত না। এই ধারণা তা'কে যেন কেমন ক'রে তুলেছিল। সে যেন গভীর সান্ত্বনা পেত—অমনিভাবে নির্জ্জনে একা লেকের থম্‌থমে জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে। লেকের কাকচক্ষু জলের নীচে কল্পনায়

কখনও মীনাক্ষীর ব্যথাতুর ছবি দেখে সে কেঁপে উঠত কিনা, সে-ই জানে।

আজও সে তেমনিভাবে ব'সে ছিল। হঠাৎ আর্ত্তনাদ শুনে ছুটে এসে সে দেখল—মীনাক্ষী! অন্ধ, মূর্চ্ছিতা মীনাক্ষী। এতদিন পরে বুঝি তা'র অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দিলেন ভগবান।

মীনাক্ষীকে নিয়ে সে ছুটে গেল, কাছেই, লেক নার্সিং হোমে।……

বাড়ি ফিরে মীনাক্ষী নেই দেখে, অমিত চারিদিক অন্ধকার দেখলে। আবার সে ফিরে এল কোল্‌কাতার সেই পুরাতন উচ্ছৃঙ্খল জীবনে—মীনাক্ষীকে হারানোর ব্যথা ভুল্‌তে সে সুরু করলে জীবনের অপচয়। একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ তা'র হ'য়ে উঠল ঘনিষ্ঠ। সে উল্কা—লেক নার্সিং হোমেরই একটি নার্স।

নার্সিং হোমে জ্ঞান ফিরে পেয়ে, মীনাক্ষী বুঝলে সে অন্ধ—একেবারেই অন্ধ! ডাক্তার শুভঙ্করকে সে চিন্‌তে পারল না—দেখতে পায় না বলে। তা ছাড়া, এখানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার কার্।

আজ ডাক্তার কার্ মীনাক্ষীর কাছে দেবতা। অথচ, একদিন এই ডাক্তার শুভঙ্করকেই সে ভাব্‌ত শয়তান। শয়তান শুভঙ্কর ডাক্তার কার্ রূপে হ'ল দেবতা। নিজের আসল পরিচয় দিয়ে এত খানি শ্রদ্ধার বদলে ঘৃণা পেতে ডাক্তার শুভঙ্করের মন চাইলে না।…… এই টুকু পাওয়াই যেন তার সব।

……সব ডাক্তার ও চক্ষু-চিকিৎসাভিজ্ঞদের অমতে ডাক্তার শুভঙ্কর মীনাক্ষীর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনবার জন্যে কঠিন অস্ত্রোপচার করলেন। মীনাক্ষী দৃষ্টি ফিরে পায়—এই যেন বেচারীর সাধনা, তা'র প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু যেদিন মীনাক্ষী দৃষ্টি ফিরে পেলে—

সে দিন—

সে দিন কী তার হারানো ভালবাসা সে ফিরে পেল?

'মীনাক্ষী'—চিত্রে তার উত্তর পাবেন।

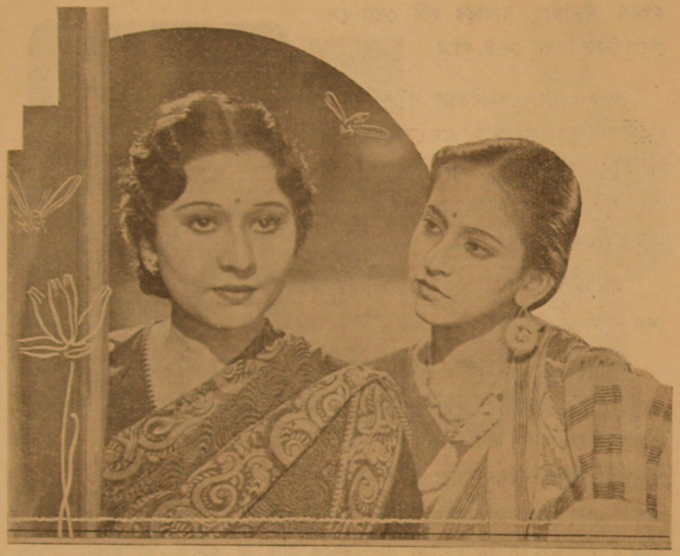

গান

— এক —

অমিত :—

সে যে দূর হ'তে ছিল দূরে,
তবু অন্তর ছিল জুড়ে,—
তার নাম নাহি ছিল জানা,
তাই দূর হ'তে কাছে আনা
ডাক দিয়ে সুরে সুরে,
হৃদয়ের মধুপুরে ॥

— দুই —

যুধিষ্ঠির :—

প্রেমের কথা জাগ্‌লে মনে
বুকে জ্বলে দুখের চিতা,
পরাণে হায় আগুন জ্বেলে
চ'লে গেল মনের মিতা।
চোখের জলে কেঁদে কেঁদে
ঘুরিস্ মিছে সেধে সেধে,
(এই) প্রেমের কবচ বুকে বেঁধে
ডাক্‌লে ফেরে প্রাণের সীতা ॥

— তিন —

যুধিষ্ঠির :—

কতো প্রেম হ'ল ধূলি, কতো আঁখি হ'ল ধারা,
কতো খেলা হ'ল সুরু, কতো খেলা হ'ল সারা।
দীপ কাঁদে শিখা লাগি,
হিয়া লাগি' হিয়া মরিছে কাঁদিয়া,
আঁখি চেয়ে, রহে জাগি',—
কতো দেখা হ'ল প্রেম, কতো প্রেম হ'ল মরু,
কতো মরু মরু-হারা ॥
যে নদী সাগর-নীরে
মিলায় অকূলে, ভুলে যায় কূলে—
জোয়ারে সে কিরে ফিরে ?
কতো প্রেম হায় স্মৃতি রেখে যায়,
সাগরে হারায় ধারা ॥

— চার —

যুধিষ্ঠির :—

আমি সব দুখ বুকে স'ব।
দুখের অনলে তিলে তিলে জ্বলি'
দুখের অতীত হ'ব ॥
মোর তনু-মনে তা'র প্রেম-শিখা
রেখে গেছে কবে আগুনের লিখা,
আজও রহে তারি জ্বালা,—
সেদিনের প্রেম স্মৃতি হয়ে আজি
নব-রূপে দিল জ্বালা ;—
আমি তাহারে জড়ায়ে র'ব,
তার দেওয়া দুখে কতো সুখ রহে,
সে কথা কাহারে কব ॥
মোর প্রাণ-দীপ স্মৃতির শিখায়
জ্বালায়ে, জ্বলিব দহন-জ্বালায়
দীপ-সম—আমি জ্বালায় জ্বলিব দীপ-সম,—
তিলে তিলে জ্বলি' তোমাতে মিলাব,
জ্বালায় জ্বলিব দীপ-সম ;
আমি ধূপ-সম জ্বলি' সুরভি বিলায়ে,
ফুল-সম ঝ'রে যাব ॥

— পাঁচ —

অরুণা :—

তোমায় কোথায় রাখিব প্রিয় ?
নয়নে রাখিলে,
তুমি, ঝর আঁখি-জলে
আঁখি হ'তে কমনীয়।
স্বপনে রাখিলে, হায়,
স্বপন ভাঙ্গিয়া যায়,
জাগিয়া হেরি যে স্বপনের মাঝে
তুমি শুধু স্মরণীয়।
প্রাণের দেবতা প্রাণে
রাখিলে প্রাণ না মানে,
প্রাণের নিভৃতে চাহি যে রাখিতে
প্রাণাতীত বরণীয়।

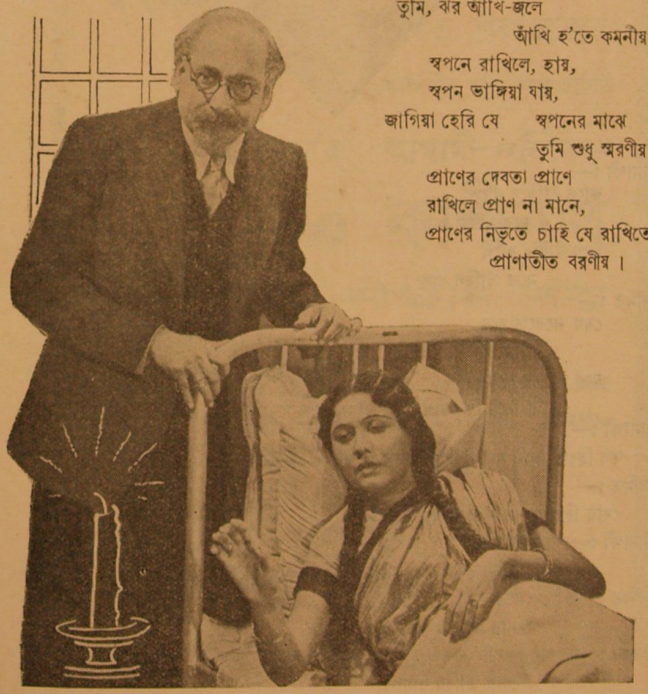

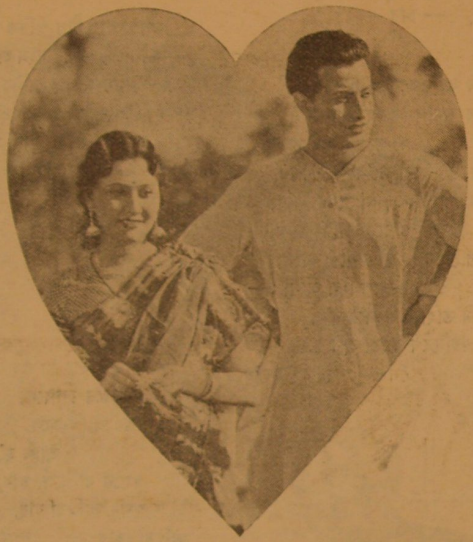

— ছয় —

মীনাক্ষী :—
কাছে রাখিবে ব'লে
দূরে সরিয়া আসা,
মেঘ ঝরিবে ব'লে
নভে বাঁধিল বাসা।

অমিত :—
মেঘ নভেতে রহে,
মিছে বিরহ বহে,
যবে সাগরে ঝরে—
তা'র মিটে কি আশা ?

মীনাক্ষী :—
তব হিয়ার ধ্বনি মম হিয়াতে শুনি,

অমিত :—
মোর হিয়াতে বাজে তব হিয়ার বাণী ;

মীনাক্ষী :—তব সাগরে রহে
নব মেঘের আশা,

অমিত :—তব মেঘেতে রহে
মোর প্রাণের ভাষা ;

দুজনে :—নব অলকা রচি'
মোরা বাঁধিব বাসা ॥

— সাত —

যুধিষ্ঠির :—
বাসা-হারা মোর আশা,
খুঁজে মরে ফিরে স্মৃতির দুয়ারে
সেদিনের ভালবাসা ;
এইখানে ছিল আশা,
এইখানে কাঁদা-হাসা,
এইখানে সুরু সারা।
যাবার যে যায় চ'লে,
আশার মুকুল ব্যথা হ'য়ে ঝরে
সে-পথে চরণ-তলে ;
নয়নের আলো হায়
নিভে যায় পলে পলে,
র'য়ে যায় শুধু সাড়া ॥

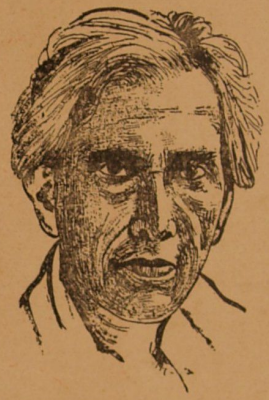

বাঙলার অপরাজেয়
কথা-শিল্পী
স্বর্গত শরৎচন্দ্রের
কাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত

নিউ থিয়েটার্সের আগামী নিবেদন

● কাশীনাথ

পরিচালনায়ঃ নীতীন বসু

● ● ●

ভূমিকায়ঃ সুনন্দা দেবী, ভারতী, অসিতবরণ, শৈলেন চৌধুরী, বুদ্ধদেব, বিজলী, উৎপল সেন, লতিকা, অমর মল্লিক প্রভৃতি।

●

ডিষ্ট্রিবিউটর্সঃ
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড

১৭২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।